[২০১৮] ৬ এস. সি. আর. ৮২৫

সুশীলা আগরওয়াল ও অন্যান্যরা

বনাম

রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) ও আরেকজন

(বিশেষ অনুমতির আবেদন (ফৌজদারি) নং ৭২৮১-৭২৮২, ২০১৭)

১৫ই মে, ২০১৮

[কুরিয়ান জোসেফ, মোহন এম. শান্তনগৌদার এবং নেভিন সিনহা, বিচারপতিগন]

জামিন- আগাম জামিন কি সীমিত সময়ের জন্য হওয়া উচিত - দুটি ভিন্ন মতামত রয়েছে: একটি হল রায়ের লাইন যা সমর্থন করে যে আগাম জামিন সীমিত সময়ের জন্য হওয়া উচিত নয় এবং অন্যটি হল যে আগাম জামিনের আদেশ সীমিত সময়ের জন্য হওয়া উচিত - বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন বেঞ্চের পরস্পরবিরোধী মতামতের আলোকে, নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বৃহত্তর বেঞ্চের কাছে পাঠানো হয়েছে: (i) ৪৩৮ ধারা অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে প্রদত্ত সুরক্ষা কি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত যাতে ব্যক্তিটি বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করতে এবং নিয়মিত জামিন চাইতে সক্ষম হয়; (ii) আদালত কর্তৃক অভিযুক্তকে তলব করার সময় এবং পর্যায়ে আগাম জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়া উচিত কিনা - ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৪৩৮।

শ্রী গুরবক্ষ সিং সিবিয়া এবং অন্যান্যরা বনাম রাজ্য পঞ্জাব (১৯৮০) ২ এস. সি. সি ৫৬৫: [১৯৮০] ৩ এস. সি. আর ৩৮৩; সিদ্ধারাম সাতলিঙ্গপ্পা মেত্রে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১) ১ এস. সি. সি ৬৯৪: [২০১০] ১৫ এস. সি. আর ২০১; ভদ্রেশ বিপিনভাই শেঠ বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন (২০১৬) ১ এস. সি. সি ১৫২: [২০১৫] ১০ এস. সি. আর ৩৯৮; সালাউদ্দিন আব্দুলসামাদ শেখ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৯৬) ১ এস. সি. সি. ৬৬৭: [১৯৯৫] ৬ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৫৫৬; কে. এল. ভার্মা বনাম রাজ্য এবং আরেকজন (১৯৯৮) ৯ এস. সি. সি. ৩২৮; সুনীতা দেবী বনাম বিহার রাজ্য এবং আরেকজন (২০০৫) ১ এস. সি. সি ৬০৮: [২০০৪] ৬ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭০৭; আদ্রি ধরণ দাস বনাম পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য (২০০৫) ৪ এস. সি. সি. ৩০৩:। ২০০৫] ২ এস. সি. আর ১৮৮; 'নির্মল জিত কৌর বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন (২০০৪) ৭ এস. সি. সি ৫৫৮: [২০০৪] ৩. সম্পূরক. এস. সি. আর ১০০৬; এইচ. ডি. এফ. সি ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম বিচারপতি মান্নান (২০১০) ১ এস. সি. সি. ৬৭৯: [২০০৯] ১৬ এস. সি. আর ৫৯০; সতপাল সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (২০১৮) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৪১৫ ~ উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[১৯৮০] ৩ এস.সি .আর ৩৮৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২
[২০১০] ১৫ এস.সি .আর ২০১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১৫] ১০ এস.সি .আর ৩৯৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[১৯৯৫] ৬ সম্পূরক. এস.সি .আর ৫৫৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
(১৯৯৮) ৯ এস.সি.সি ৩৪৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
[২০০৪] ৬ সম্পূরক. এস.সি .আর ৭০৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
[২০০৫] ২ এস.সি .আর ১৮৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
[২০০৪] ৩ সম্পূরক. এস.সি .আর ১০০৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
[২০০৯] ১৬ এস.সি .আর ৫৯০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৭ সালের বিশেষ অনুমতির আবেদন (ফৌজদারি) নং. ৭২৮১-৭২৮২।

২০১৭ সালের ১৪১৫ নম্বর বিএ-তে নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের ০২.০৮.২০১৭ তারিখের আদেশ থেকে উদ্ভূত।

বিক্রমজিৎ ব্যানার্জি, এ. এস. জি, এইচ. পি. রাভাল, প্রবীণ আইনজীবী., শ্রীমতী গীতা লুথরা, নিপুণ সাক্সেনা, আদিত্য পি. অরোরা, শ্রীমতী দিব্যা আনন্দ, অভয় কুমার, নীত কুমার সিং, সৌরভ মিশ্র, প্রণয় রঞ্জন, সি. কে. সুচরিতা, সঞ্জয় কে. আর. ত্যাগী, আয়ুষ আনন্দ, শুভেন্দু আনন্দ, শ্রীমতী শ্রুতি আগরওয়াল, উজিওয়াল জৈন, প্রতীক যাদব, বি. ভি. বলরাম দাস, সি. এস. এন. মোহন রাও, লোকেশ কুমার শর্মা এবং বি. ক্রান্তি কুমার, আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

আদালতের আদেশটি প্রেরণ করেছিলেন

'আদালতের আদেশটি কুরিয়ান, বিচারপতি ১.আগাম জামিন সীমিত সময়ের জন্য হওয়া উচিত কিনা তা আমাদের সামনে এই বিষয়টি নিয়ে দুটি ভিন্ন মতামত রয়েছে।

২. এই রায়ের ধারা যে আগাম জামিন একটি অনুকরণীয় সময়ের জন্য হওয়া উচিত নয়, তা শ্রী গুরবক্ষ সিং সিবিয়া এবং অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[১]মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

১ (১৯৮০) ২. এস. সি. সি ৫৬৫

৩. সিদ্ধারাম সাতলিঙ্গপ্পা মেত্রে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য[২] দুই বিচারপতির একটি বেঞ্চের একটি খুব বিস্তারিত রায় আগাম জামিনের সুযোগ এবং উদ্দেশ্য। মেত্রে (উপরে)-তে, আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যে সংবিধান বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আগাম জামিন সাধারণত মামলার বিচার না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া উচিত। উদ্ধৃত করতেঃ

"৯৪. যথাযথ পদক্ষেপ হওয়া উচিত যে, নথিতে উপলব্ধ অভিযোগ এবং অভিযোগগুলি মূল্যায়ন করার পরে যদি আদালত আগাম জামিন দিতে আগ্রহী হয় তবে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা উচিত এবং পাবলিক প্রসিকিউটরকে নোটিশ জারি করা উচিত। পাবলিক প্রসিকিউটরের কথা শোনার পরে আদালত হয় জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারে বা জামিন দেওয়ার প্রাথমিক আদেশ নিশ্চিত করতে পারে। আদালত অবশ্যই জামিন মঞ্জুর করার জন্য শর্ত আরোপ করার অধিকারী হবে। পাবলিক প্রসিকিউটর বা অভিযোগকারী যে কোনও সময় বাতিল বা জামিনের শর্ত সংশোধন করার জন্য একই আদালতে যেতে পারবেন যদি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করা হয়। 'আদালত কর্তৃক প্রদত্ত জামিন সাধারণত মামলার বিচার না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখা উচিত।

৯৫. সীমিত সময়ের জন্য আগাম জামিন মঞ্জুর করার আদেশ এবং তারপরে অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া এবং -এর জন্য আবেদন করা। নিয়মিত জামিন আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় এবং সিবিয়া মামলায় সংবিধান বেঞ্চের রায়ের পরিপন্থী।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

'মেত্রেতে সিদ্ধান্তটি সম্প্রতি ভদ্রেশ ইপিনভাই শেঠ বনাম, গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন[৩] অনুসরণ করা হয়েছিল?

৪. রায়ের অন্য ধারাটি হল আগাম জামিনের আদেশ সীমিত সময়ের হওয়া উচিত। সালাউদ্দিন আব্দুলসামাদ শেখ ওয়াই. মহারাষ্ট্র রাজ্য তিন বিচারপতির বেঞ্চের আগের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি। সত্য, সিবিতে সংবিধান বেঞ্চের কোনও উল্লেখ নেইঃ মামলা (উপরে)। তবে, আগাম জামিনের ধারণা নিয়ে আলোচনা করে, এই আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে ঃ-

"২, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৮ ধারার অধীনে যখন কোনও ব্যক্তির বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে তাকে জামিন অযোগ্য অপরাধ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, তখন হাইকোর্ট

২ (২০১১) ১ এস. সি. সি ৬৯৪

৩ (২০১৬) ১ এস. সি. সি ১৫২

৪ (১৯৯৬) ১ এস. সি. সি ৬৬৭

আদালত বা দায়রা আদালত, যদি উপযুক্ত বলে মনে করে, নির্দেশ দিতে পারে যে এই ধরনের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে এবং সেই আদেশ পাস করার সময়, নির্দিষ্ট মামলার তথ্যের সাথে সম্পর্কিত এমন শর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা এটি উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে। জামিন অযোগ্য মামলায় গ্রেপ্তারের প্রত্যাশায় আগাম জামিন মঞ্জুর করা হয়, তবে এর অর্থ এই নয় যে অপরাধীর বিচার করার জন্য নিয়মিত আদালতকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং এই কারণেই হাইকোর্ট জামিনের অব্যাহত রাখার জন্য খুব সঠিকভাবে বাইরের তারিখ নির্ধারণ করেছে এবং তার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখে আবেদনকারীকে জামিনের জন্য নিয়মিত আদালতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এটি সঠিক, অনুসরণ করার পদ্ধতি কারণ এটি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে যখন দায়রা আদালত বা হাইকোর্ট আগাম জামিন মঞ্জুর করে, তখন এটি এমন একটি পর্যায়ে মঞ্জুর করা হয় যখন তদন্ত অসম্পূর্ণ থাকে এবং তাই অভিযুক্ত অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রমাণের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করা হয় না। অতএব, এই ধরনের আগাম জামিনের আদেশগুলি কেবলমাত্র সীমিত সময়ের হতে হবে এবং সাধারণত সেই সময়কাল বা বর্ধিত সময়কালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আগাম জামিন মঞ্জুরকারী আদালতকে তদন্তের অগ্রগতি বা চার্জশিট জমা দেওয়ার পরে তার সামনে রাখা প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিষয়টি পরিচালনা করার জন্য নিয়মিত আদালতের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

৩. এটা উপলব্ধি করা উচিত যে এমনকি হত্যার মতো গুরুতর প্রকৃতির ক্ষেত্রেও আগাম জামিনের আদেশ পাওয়া যেতে পারে এবং তাই, এটি অপরিহার্য যে সেই আদেশের সময়কাল সীমিত হওয়া উচিত এবং সাধারণত আগাম জামিন মঞ্জুরকারী আদালতটি মূল আদালতের বিকল্প হওয়া উচিত নয় যা অপরাধের সাথে মোকাবিলা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি সেই আদালত যা তখন বিবেচনা করতে হবে যে, তার সামনে রাখা উপাদানগুলি বিবেচনা করে অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিনের অধিকারী কিনা।

এই দৃষ্টিভঙ্গি কে.এল. ভার্মা বনাম রাজ্য এবং অন্যটি [৫], সুনীতা দেবী বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যটি [৬], আদ্রি ধরণ দাস বনাম পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য [৭]-এও অনুসরণ করা হয়েছে। কে.এল. ভার্মা (সুপ্রা), সালাউদ্দিন (সুপ্রা)-এর উল্লেখ করার পর, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

৩. আমরা ৯-১০-১৯৯৬ এবং ১১-১০-১৯৯৬ তারিখের আদেশগুলি সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করেছি এবং অভিযুক্তের আইনজীবীর

৫ (১৯৯৮) ৯ এসসিসি ৩৪৮

৬ (২০০৫) ১ এসসিসি ৬০৮

৭ (২০০৫) ৪ এসসিসি ৩০৩

পাশাপাশি সিবিআইয়ের আইনজীবীর বক্তব্যও শুনেছি এবংআমাদের মতে, হাইকোর্টের পক্ষে যথাযথ পদক্ষেপ ছিল অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং যদি হাইকোর্ট তা করতে না পারে, তাহলে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখা। ৯-১০-১৯৯৬ তারিখের আদেশ থেকে উদ্ভূত অন্য প্রশ্নে, আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট সালাউদ্দিন আব্দুল সামাদ শেখ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিল। এই মামলায় হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আগাম জামিন মঞ্জুর করার সময় কিছু শর্ত আরোপ করেছিল, যার মধ্যে একটি ছিল অভিযুক্তকে তার বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলার তদন্তাধীন আদালতে নিয়মিত জামিনের জন্য আবেদন করতে হবে। হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে পূর্ববর্তী আদেশে করা পর্যবেক্ষণের প্রভাব ছাড়াই আবেদনটি নিষ্পত্তি করা উচিত। হাইকোর্টের সেই আদেশের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতি আবেদনটি নির্দেশিত হয়েছিল। এই আদেশের বিষয়ে বিচার করার সময়, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, কোডের ৪৩৮ ধারা অনুযায়ী, যখন কোনও ব্যক্তির মনে হয় যে তাকে জামিন অযোগ্য অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, তখন হাইকোর্ট বা দায়রা আদালত, যদি উপযুক্ত মনে করে, নির্দেশ দিতে পারে যে এই ধরনের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে, তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে এবং এই আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত মনে করা যেতে পারে এমন শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, জামিন অযোগ্য মামলায় গ্রেপ্তারের আগাম আগাম জামিন মঞ্জুর করা হয়, তবে এর অর্থ এই নয় যে অপরাধীর বিচারের জন্য নিয়মিত আদালতকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। অতএব, উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ধরনের আগাম জামিন আদেশ সীমিত সময়ের হওয়া প্রয়োজন এবং সাধারণত সেই সময়সীমা বা বর্ধিত সময়সীমার পর আগাম জামিন মঞ্জুরকারী আদালত তদন্তের অগ্রগতি বা চার্জশিট দাখিলের পরে তার সামনে পেশ করা প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিষয়টি নিয়ে নিয়োগের দায়িত্ব নিয়মিত আদালতের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। এর মাধ্যমে আদালত যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হল, আগাম জামিনের আদেশ বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হয় না, তবে এটি সীমিত সময়ের জন্য হতে হবে কারণ নিয়মিত আদালতকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। মামলার তথ্য এবং অভিযুক্তকে নিয়মিত আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এবং নিয়মিত আদালতকে জামিন আবেদন নির্ধারণের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সীমিত সময় নির্ধারণ করতে হবে।অন্য কথায়, জামিন আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আদালত অভিযুক্তকে আগাম জামিনে থাকার অনুমতি দিতে পারে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, আগাম জামিন মঞ্জুর করা যেতে পারে এমন একটি সময়ের জন্য যা জামিনের আবেদন নিষ্পত্তির তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে বা এমনকি কয়েক দিন পরেও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চ আদালতে যেতে সক্ষম হতে পারে, যদি তারা চায়। এই সিদ্ধান্তটি বোঝানোর উদ্দেশ্যে ছিল না যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়মিত আদালতে হাজির করার সাথে সাথে আগাম জামিনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, যদিও আদালত এখনও যোগ্যতার ভিত্তিতে জামিনের প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেয়নি। সালাউদ্দিন মামলার সিদ্ধান্তটি তাই বুঝতে হবে।

নির্মল জিত কৌর বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন[৮], কে. এল, ভার্মা (উপরে) মামলায় যতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে "... বা তার কয়েক দিন পরেও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উচ্চতর আদালতে যেতে সক্ষম করা, যদি তারা চায়"... ধারা ৪৩৯-এর অধীনে বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তার সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করা হয়েছিল।

"১৩. আমাদের মতে ধূসর ক্ষেত্রটি কে-এল ভার্মা মামলার রায়ের পরবর্তী অংশ" বা তার কয়েক দিন পরেও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যদি চান তবে উচ্চতর আদালতে যেতে সক্ষম হওয়ার জন্য "

২০. সালাউদ্দিনের ক্ষেত্রেও এই আদালত বলেছিল যে, নিয়মিত আদালতকে জামিনের জন্য যেতে হবে। স্পষ্টতই, আইনের ৪৩৯ ধারার অধীনে একটি আবেদন অবশ্যই আইন অনুসারে হতে হবে এবং ৪৩৯ ধারার অধীনে প্রতিকার চাওয়া অভিযুক্তকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আবেদনটি মোকাবেলা করা আদালতের পক্ষে বৈধ হবে। আবেদনকারী হেফাজতে না থাকলে কেবল কোডের ৪৩৯ ধারার অধীনে তার আবেদন করা আদালতকে যে আদালতে আবেদন করা হয়েছে তার এখতিয়ার প্রদান করবে না। কে. এল.-এর সিদ্ধান্ত থেকে বর্ণিত উচ্চতর আদালতে "স্থানান্তর" করার জন্য সময় বাড়ানোর বিষয়ে মতামত। ভার্মার মামলাটি ইনক্যুরিয়াম অনুসারে উপস্থাপিত হয়েছে বলে বিবেচনা করতে হবে, কারণ ৪৩৯ ধারায় অভিযুক্তকে হেফাজতে রাখার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কোনও উল্লেখ করা হয়নি। রাজ্য বনাম রতন লাল অরোরায় বলা হয়েছে যে কোনও ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ বারের উল্লেখ ছাড়াই সিদ্ধান্তটি দেওয়া হয়েছে, তার কোনও পূর্ববর্তী মূল্য থাকতে পারে না এবং এটিকে ইনক্যুরিয়াম অনুসারে উপস্থাপিত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান মামলাটি সমতুল্য, যদি না হয়, আরও ভাল ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। ধারা ৪৩৯-এর বিধানগুলি নোট করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

৮(২০০৪) ৭ এস. সি. সি ৫৫৮

XXX XXX XXX XXX

২৩. যদি ধারা ৪৩৮-এর সুরক্ষামূলক ছত্রটি সালাউদ্দিন মামলায় যা নির্ধারিত করা হয়েছিল তার বাইরে প্রসারিত করা হয় তবে ফলাফলটি হেফাজত সম্পর্কিত ধারা ৪৩৯-এ যা বাধ্যতামূলক তা উপেক্ষা করে স্পষ্ট হবে। অন্য কথায়, আবেদনকারী উচ্চতর আদালত পর্যন্ত প্রতিকার না পাওয়া পর্যন্ত, ধারা ৪৩৯-এর প্রয়োজনীয়তাগুলি মৃত চিঠিতে পরিণত হয়। খ কোনও সংবিধির কোনও অংশকে সেভাবে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে অনুবাদ করা যাবে না।

৫. এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম জেজে মান্নান[৯] মামলায় এই আদালত সিব্বিয়া (উপরে)-র সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তি উল্লেখ করেছে এবং তবুও এটি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে ৪৩৮ ধারার অধীনে সুরক্ষা কেবল তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং চার্জশিট দাখিল না হওয়া পর্যন্ত। ১৪ এবং ১৮ থেকে ২০ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিতেঃ-

"১৪, গুরবক্ষ সিং সিবিয়া বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে, যেখানে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারার আবেদন বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল, শ্রী দত্ত বলেন যে এই বিধানটিকে সংবিধানের ২১ ধারার অধীনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিশ্চয়তা সম্পর্কিত একটি উপকারী বিধান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, শ্রী দত্ত বলেন যে সাংবিধানিক বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যে যেহেতু জামিন অস্বীকার করা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বঞ্চনার সমান, তাই আদালতকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারার আওতায় অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপের বিরুদ্ধে ঝুঁকতে হবে।

XXX XXX XXX

১৮. উপরন্তু, এটিও ধারাবাহিকভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে ৫ নম্বর মামলার সাথে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত রাখার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারার অধীনে কোনও সম্পূর্ণ আদেশ জারি করা যাবে না। এই ধরনের ঘটনা এড়াতে আদ্রি ধরণ দাস মামলায় দেখা গেছে যে অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণ করতে এবং নিয়মিত জামিন পেতে সক্ষম করার জন্য সীমিত সময়ের জন্য আগাম জামিন দেওয়া হয়। সালাউদ্দিন মামলায় একই দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল যেখানে এটি ছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে আগাম জামিন কেবল সীমিত সময়ের হওয়া উচিত এবং প্রাথমিকভাবে সেই সময়কাল বা 'বর্ধিত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, তদন্তের অগ্রগতি বা চার্জশিট দাখিলের পর আদালতের সামনে উপস্থাপিত প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে আগাম জামিন মঞ্জুরকারী আদালতের উচিত বিষয়টি নিয়মিত আদালতের উপর ছেড়ে দেওয়া।

৯ (২০১০) ১ এসসিসি ৬৭৯

১৯. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারার উদ্দেশ্যটি এই আদালত এবং হাইকোর্টগুলি বারবার ব্যাখ্যা করেছে যে অভিযোগকারীর বিদ্বেষ বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনও ব্যক্তিকে হয়রানি বা অপমান করা উচিত নয়। তবে একই সাথে তদন্ত শেষ হওয়ার পরে এবং তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হলে অভিযুক্তকে আদালতে আত্মসমর্পণ করা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারার বিধানগুলিও প্রয়োগ করা যাবে না। এই ধরনের ব্যাখ্যা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারার বিধানগুলির জন্য হিংসাত্মক হবে, কারণ যদিও কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দায়ের করা যেতে পারে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়, তবুও তিনি বিচারের সময়ও আদালতে উপস্থিত হতে পারবেন না। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারায় তদন্তের পর্যায়ে গ্রেপ্তারের কথা বিবেচনা করা হয়েছে এবং তদন্তের সময়কালে যদি কোনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয় তবে তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। একবার তদন্ত তার বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে এবং তাকে চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, অভিযুক্তকে আদালতের হেফাজতে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং নিয়মিত জামিনের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আগাম জামিন মঞ্জুর করার আদেশের ভিত্তিতে, যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে, সে বিচার আদালতে উপস্থিত হওয়া এড়াতে পারে না।

২১. যদি আপিলকারীর পক্ষ থেকে দাখিল করা হয় যে, বিবাদী ১ কখনও বিচারিক আদালতে হাজির হননি, তাহলে তা এমন এক অযৌক্তিক পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করবে যে, অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে, যা ২৪০ সিআরপিসির উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করবে।"

৬. সতপাল সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[১০] মামলার ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে, এটি

বলা হয়েছে:

" ১৪, যে কোনও ক্ষেত্রে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারার অধীনে সুরক্ষা অভিযুক্তের জন্য উপলব্ধ থাকে যতক্ষণ না আদালত অভিযুক্তকে চার্জশিটের ভিত্তিতে তলব করে (ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩ (২), এর অধীনে প্রতিবেদন)। 'এই ধরনের উপস্থিতিতে অভিযুক্তকে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৩৯ এর অধীনে নিয়মিত জামিন চাইতে হয়। এবং সেই আবেদনটি আদালতকে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হয়। কেবলমাত্র যেহেতু কোনও অভিযুক্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৩৮ এর অধীনে প্রদত্ত আগাম জামিনের সুরক্ষার অধীনে ছিল। এর অর্থ এই নয় যে সে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৩৯ এর অধীনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়মিত জামিনের অধিকারী। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৩৮ এর অধীনে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আদালতের সন্তুষ্টি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৩৯ এর অধীনে সুরক্ষার চেয়ে আলাদা।

১০ (২০১৮) এসসিসি অনলাইন এসসি ৪১৫

৭. এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, সিব্বিয়া (উপরে)-র উপর নির্ভরতা রেখে, মেত্রে (উপরে)-র দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই অবস্থান নিয়েছে যে সালাউদ্দিন (উপরে), কে.এল..ভার্মা (উপরে), আদ্রি ধরণ দাস (উপরে) এবং সুনীতা দেবী (উপরে) প্রতি ইনকুরিয়াম। উদ্‌ধৃত করার জন্যঃ-

" ১২৩. সিবিয়া মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আইনের সুস্পষ্ট ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে, আগাম জামিনের আয়ু সীমিত করা ঠিক হবে না। যখন আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে আগাম জামিন সীমিত সময়ের জন্য এবং তারপরে অভিযুক্তদের জামিনের জন্য নিয়মিত আদালতে আবেদন করা উচিত, তার মানে সেই সীমিত সময়ের পরে সিআরপিসি-র ৪৩৮ ধারার আয়ু শেষ হয়ে যাবে। এই সীমাবদ্ধতা আইনসভা দ্বারা কল্পনা করা হয়নি। সিবিয়া মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চ স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে ৪৩৮ ধারা সিআরপিসি পুনর্লিখন করার প্রয়োজন নেই। অতএব, সংবিধান বেঞ্চ দ্বারা আইনের স্পষ্ট ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে, ৪৩৮ ধারা সিআরপিসি-র অধীনে জামিন মঞ্জুরের আদেশের আয়ু হ্রাস করা যাবে না

১২৪. সিব্বিয়া মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের অনুপাত সম্ভবত তাদের প্রভুদের নজরে আনা হয়নি যারা সালাউদ্দিন আব্দুলসামাদ শেখ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, কে. এল. ভার্মা বনাম রাজ্য, আদরি ধরণ দাস বনাম ডাব্লু. বি রাজ্য এবং সুনীতা দেবী বনাম বিহার রাজ্যের মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১২৫. নরেশ কুমার যাদব বনাম রবীন্দ্র কুমার মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ মন্তব্য করেছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৬৩২ডি)

"ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৮ ধারার অধীনে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা কিছুটা অসাধারণ এবং এটি কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিত।"

এই দৃষ্টিভঙ্গি আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় এবং সিবিয়া মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।

XXX XXX XXX XXX

১২৭. ১২৪ এবং ১২৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রায় এবং আদেশগুলি সিবিয়া মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ কর্তৃক ঘোষিত আইনের স্পষ্ট বিপরীত! এই রায় এবং আদেশগুলি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যেরও বিপরীত। আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৮ ধারা পুনর্লিখনের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে না।

XXX XXX XXX

১৩৮. ইংরেজি এবং ভারতীয় আইনের বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে এই অপ্রতিরোধ্য উপসংহারে নিয়ে যায় যে, শুধুমাত্র একটি বৃহত্তর শক্তির রায়ই কম শক্তির রায়ের উপর বাধ্যতামূলক নয়, বরং একটি সমান শক্তির রায়ও সমান শক্তির বিচারকদের বেঞ্চের উপর বাধ্যতামূলক। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, ১২৪ এবং ১২৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রায়গুলি এই আদালতের দুই বা তিনজন বিচারকের দ্বারা হয়। এই রায়গুলি সিবিয়া মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়কে স্পষ্টভাবে উপেক্ষা করেছে যা ৪৩৮ ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে গণনা করা আগাম জামিনের সমস্ত দিকগুলি ব্যাপকভাবে মোকাবিলা করেছে। ফলস্বরূপ, এই রায়ের ১২৪ এবং ১২৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রায়গুলি অসঙ্গতিপূর্ণ।

৮. প্রবীণ আইনজীবী এবং অ্যামিকাস কিউরি শ্রী হরিন পি রাভাল বলেন যে, দ্বন্দ্বপূর্ণ দুটি ধারণার আলোকে বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, সিবিয়ার সংবিধান বেঞ্চও সিব্বিয়া (উপরে) এত কথায়, এমন কোনও প্রস্তাব দেয় না যে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তের জন্য আগাম জামিনের সুরক্ষা উপলব্ধ রয়েছে।

৯, উভয় পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর, আমরা প্রাথমিকভাবে মনে করি যে সিব্বিয়া (উপরে) সাংবিধানিক বেঞ্চ এই আইন প্রণয়ন করেনি যে একবার আগাম জামিন পেলে তা চিরকালের জন্য আগাম জামিন।

১০. সিব্বিয়া (উপরে)-তে, এই আদালত 'আগাম জামিনের সময়কালের' প্রশ্নটি সংক্ষেপে আলোচনা করেছে। আমাদের কাছে মনে হয় যে আলোচনাটি প্রাথমিকভাবে পূর্ব-এফআইআর পর্যায়ে আগাম জামিন মঞ্জুরের সাথে সম্পর্কিত ছিল (নীচে উদ্ধৃত ৪৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)। মনে হয় সিবিয়া (উপরে)-তে ইঙ্গিত রয়েছে যে আগাম জামিন সীমিত সময়ের জন্য হতে পারে। ১৯,৪০,৪২ এবং ৪৩ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করতেঃ-

"১৯... ধারা ৪৩৮ (১)-এর অধীনে স্বস্তি দেওয়ার সময়, ধারা ৪৩৮ (২)-এর অধীনে যথাযথ শর্ত আরোপ করা যেতে পারে যাতে নিরবচ্ছিন্ন তদন্ত নিশ্চিত করা যায়। এই ধরনের শর্তগুলির মধ্যে একটি হতে পারে যে পুলিশ সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৭-এর অধীনে সম্ভাব্য আবিষ্কারের মামলা করলে, জামিনে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিকে আবিষ্কারের সুবিধার্থে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হবে। এছাড়াও, যদি এবং যখন সুযোগ আসে, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে ইউ. পি. বনাম রাজ্যে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত নীতির আহ্বান জানিয়ে জামিনে মুক্তি পাওয়া কোনও ব্যক্তির সরবরাহ করা তথ্য অনুসরণে তথ্য আবিষ্কারের বিষয়ে সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার সুবিধা দাবি করা সম্ভব হতে পারে।

দেওমান উপাধ্যায় এই মর্মে যে হেফাজতে না থাকা কোনও ব্যক্তি যখন কোনও অপরাধের তদন্তকারী কোনও পুলিশ অফিসারের কাছে যান এবং কোনও তথ্য আবিষ্কারের জন্য তথ্য দেওয়ার প্রস্তাব দেন, যা তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত, তখন তিনি যথাযথভাবে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন বলে মনে করা যেতে পারে। এই নিয়মের বিস্তৃত ভিত্তি বলা হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৬ কোনও ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে বলার আগে কোনও আনুষ্ঠানিকতা বিবেচনা করে নাঃ কোনও ব্যক্তির দ্বারা কথা বা পদক্ষেপের মাধ্যমে হেফাজতে জমা দেওয়া যথেষ্ট। অনুরূপ কারণে, আমরা একমত হতে পারি না যে যদি তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা কোডের ১৬৭ (২) ধারার অধীনে অপরাধীকে পুলিশ হেফাজতে রাখার জন্য একটি বৈধ মামলা তৈরি করা হয় তবে আগাম জামিন প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

XXX XXX XXX XXX

৪০. আমরা বলেছি যে হাইকোর্টের একটি প্রস্তাব রয়েছে যার সাথে আমরা একমত হতে আগ্রহী। সেটি হল প্রস্তাব (২)। আমরা একমত যে আগাম জামিনের একটি "সম্পূর্ণ আদেশ" সাধারণত পাস করা উচিত নয়। এটি সেই ধারার ভাষা থেকে প্রবাহিত হয়, যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে, আবেদনকারীকে দেখাতে হবে যে তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে বলে তার "বিশ্বাস করার কারণ" রয়েছে। একটি বিশ্বাসকে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলা যেতে পারে যদি এমন কিছু থাকে যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে আবেদনকারীর আশঙ্কা যে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে তা খাঁটি। এই কারণেই, সাধারণত, ধারা ৪৩৮ (১)-এর অধীনে কোনও নির্দেশ জারি করা উচিত নয় যে আবেদনকারীকে "যে কোনও অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হলে" জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে। এর অর্থ হল আগাম জামিনের 'কম্বল আদেশ', এমন একটি আদেশ যা যে কোনও এবং সমস্ত ধরণের কথিত বেআইনী কার্যকলাপকে আচ্ছাদন বা সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটি কম্বল হিসাবে কাজ করে, প্রকৃতপক্ষে যে কোনও ঘটনা, যার বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকতে পারে না। ধারা ৪৩৮ ({১)-এর অধীনে একটি নির্দেশের যৌক্তিক যুক্তি হল আবেদনকারীর বিশ্বাস যে তাকে জামিন অযোগ্য অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। কোনও দেওয়ানি মামলায় আবেদনের সূক্ষ্মতার সঙ্গে আবেদনকারী তাঁর আবেদন পেশ করবেন বলে আশা করা অবাস্তব এবং এই ধারার প্রয়োজন নেই। তবে আবেদনকারীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট ঘটনা ও তথ্য প্রকাশ করতে হবে যাতে আদালত তার বিশ্বাসের যৌক্তিকতা বিচার করতে সক্ষম হয়, যার অস্তিত্ব ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগের অনিবার্য শর্ত।

XXX XXX XXX XXX

৪২. ৪৩৮ (১) ধারার অধীনে জামিনের আদেশ পাস করার বিষয়ে কিছু ছোটখাটো পদ্ধতি নিয়ে আমাদের সামনে আলোচনা হয়েছিল। পাবলিক প্রসিকিউটরকে নোটিশ না দিয়ে এই ধারার অধীনে জামিনের আদেশ কি পাস করা যেতে পারে? এটা হতে পারে। কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকারী উকিলকে অবিলম্বে নোটিশ জারি করা উচিত এবং জামিনের প্রশ্নটি পক্ষগুলির নিজ নিজ যুক্তির আলোকে পুনরায় পরীক্ষা করা উচিত। বিজ্ঞাপন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটিও অবশ্যই ধারার প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সেই পর্যায়েও আবেদনকারীর উপর উপযুক্ত শর্ত আরোপ করা উচিত।৪৩৮(১) ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশের কার্যকারিতা কি 'সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ' রাখা উচিত? অগত্যা নয়। আদালত, যদি তা করার কারণ থাকে, তাহলে আদেশের আওতায় থাকা বিষয়ে এফআইআর দায়েরের পর পর্যন্ত আদেশের কার্যকারিতা সীমিত রাখতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে এফআইআর দায়েরের পর যুক্তিসঙ্গতভাবে অল্প সময়ের মধ্যে কোডের ৪৩৭ বা ৪৩৯ ধারার অধীনে জামিনের আদেশ পেতে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। তবে এটি একটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম হিসাবে অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। 'স্বাভাবিক নিয়ম হলো' নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত আদেশের কার্যকারিতা সীমিত না করা।

৪৩.গত কয়েক বছরে এই আদালত বিভিন্ন হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি করার সময় ধারা ৪৩৮ (২) (i), (যদি) এবং (iii)-এ নির্ধারিত শর্ত আরোপ করে অনেক ব্যক্তিকে আগাম জামিন দিয়েছে। এছাড়াও, আদালত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়েছে যে (ক) সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৭-এর অধীনে কোনও আবিষ্কার করা হলে আবেদনকারীকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে বা এই ধরনের আবিষ্কার করতে হলে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন বলে মনে করা উচিত। কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, আদালত তার সামনে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দিয়েছে যে, আগাম জামিনের আদেশ কেবল এক সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় ধরে কার্যকর থাকবে যতক্ষণ না আদেশের আওতায় থাকা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এফআইআর দায়ের করা হয়। সামগ্রিকভাবে, এই আদেশগুলি সন্তোষজনকভাবে কাজ করেছে, যার ফলে ব্যক্তিদের ন্যূনতম অসুবিধা হয়েছে এবং পুলিশের তদন্তমূলক অধিকারে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ হয়েছে। আদালত সেই আদেশগুলির মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার এবং পুলিশের তদন্তমূলক অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন আদালত যেসব আপিলকারীর আগাম জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছে,

তাদের এই আদালত দীর্ঘদিন ধরেই কোডের ৪৩৮(১) ধারার অধীনে মুক্তি দিয়েছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১১. বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন বেঞ্চের পরস্পরবিরোধী মতামতের আলোকে, আমরা মনে করি যে আইনি অবস্থানটি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন শর্তে কর্তৃত্বপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা দরকার। অতএব, আমরা একটি বৃহত্তর বেঞ্চের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উল্লেখ করিঃ-

(১) ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৮ ধারার অধীনে কোনও ব্যক্তিকে প্রদত্ত সুরক্ষা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত কিনা যাতে ব্যক্তিটি বিচার আদালতের সামনে আত্মসমর্পণ করতে এবং নিয়মিত জামিন চাইতে সক্ষম হয়

(২) আদালতে অভিযুক্তকে তলব করার সময় এবং পর্যায়ে আগাম জামিনের জীবন শেষ হওয়া উচিত কিনা।

১২. তদনুসারে, আমরা রেজিস্ট্রিকে ভারতের প্রধান বিচারপতির সামনে কাগজপত্র পেশ করার নির্দেশ দিচ্ছি।

অঙ্কিত জ্ঞান বিষয়গুলো বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে।

[২০১৮] ৬ এস. সি. আর. ৮৩৮

অমৃত পল সিং এবং আরেকজন

বনাম

টাটা এ. আই. জি জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল)

১৭ই মে, ২০১৮

[দীপক মিশ্রা . ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতি]

মোটরযান আইন, ১৯৮৮ - ধারা ১৬৬ - মারাত্মক দুর্ঘটনা - আপিলকারী নং ২-এর ট্রাকটি ভুক্তভোগীর মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে ভুক্তভোগী একাধিক আঘাত পান এবং মারা যান - এম এ সি টি-এর কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি - ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছে যে বীমাকারী দায়বদ্ধ নয়, তবে বীমাকারীকে সুদ সহ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে এবং গাড়ির মালিক এবং চালকের কাছ থেকে তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে - সিদ্ধান্ত : নথিতে আনা উপকরণ থেকে স্পষ্ট যে দুর্ঘটনার সময় গাড়িটির কোনও অনুমতিপত্র ছিল না - অনুমতি ছাড়া কোনও স্থানে যানবাহন ব্যবহার করা একটি মৌলিক আইন লঙ্ঘন - বীমাকৃত ব্যক্তির কাছে গাড়ির পারমিট ছিল কিনা তা প্রমাণ করার জন্য নথিতে এমন কিছু আনা হয়নি - এই পরিস্থিতিতে, বীমাকারীর উপর দায় চাপানো যাবে না-

অতএব, ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট যথাযথভাবে বীমাকারীকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাবিদারদের সুদ সহ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, শর্ত ছিল যে বীমাকারী মালিক এবং চালকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের অধিকারী হবেন - মতবাদ/নীতি - অর্থ প্রদান এবং আদায় নীতি।

আপিল খারিজ করে আদালত

স্থির করা হয়েছে : বীমাকারী এই আবেদনটি গ্রহণ করেছিল যে, সংশ্লিষ্ট গাড়ির কোনও পারমিট ছিল না। কোনও প্রকৃতির পারমিটের অস্তিত্ব নথিভুক্ত প্রমাণের বিষয়। বীমাকৃতের কাছে গাড়ির পারমিট ছিল তা প্রমাণ করার জন্য কিছুই নথিভুক্ত করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে, বীমাকারীর উপর দায় চাপানো যাবে না। অতএব, ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট বীমাকারীকে এই শর্তের সাথে দাবিদারদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল যে বীমাকারী মালিক এবং চালকের কাছ থেকে তা আদায় করার অধিকারী হবে। উক্ত নির্দেশগুলি স্বরন সিং এবং বেতন ও পুনরুদ্ধারের নীতি সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জাতীয় বীমা কোম্পানি লিড বনাম স্বরন সিং এবং অন্যান্য (২০০৪) ৩ এস. সি. সি ২৯৭: [২০০৪] ১ এস. সি. আর ১৮০-এর উপর নির্ভরশীল।

ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম চল্লা ভরতাম্মা এবং অন্যান্যরা (২০০৪) ৮ এস. সি. সি ৫১৭: [২০০৪] ৪ সাপ্লি. এস. সি. আর ৫৮৭; অশোক কুমার খেমাক বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিড. এবং অন্যান্যরা ২০১৪ (৩) আর. সি. আর (দেওয়ানি) ১০১৮; ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম কমলেশ কৌর এবং অন্যান্যরা ২০০৬ (৩) আর. সি. আর (দেওয়ানি) ৬৩৪; মতি রাম বনাম আই. সি. আই. সি. আই লম্বার্ড এবং অন্যান্যরা ২০১৫ এসিজে ১৭৯৩; ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম লেহরু (২০০৩) ৩ এস. সি. সি ৩৩৮: [২০০৩] ২ এস. সি. আর ৪৯৫; লক্ষ্মী চাঁদ বনাম রিলায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স (২০১৬) ৩ এস. সি. সি ১০০; ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিড বনাম মীনা ভারিয়াল এবং অন্যান্যরা (২০০৭) ৫ এস. সি. সি ৬৪১; এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড বনাম রেশমা এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ৩ এস. সি. সি. ৬৭৯; পূর্ণ্য কলা দেবী বনাম অসম রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১৪) ১৪ এস. সি. সি. ১৪২-উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০০৪] ৪ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৫৮৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
২০১৪ (৩) আর. সি. আর. (দেওয়ানি) ১০১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
২০০৬ (৩) আর. সি. আর. (দেওয়ানি) ৬৩৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
২০১৫ এ. সি. জে ১৭৯৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
[২০০৪] ১ এস. সি. আর. ১৮০	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১২
[২০০৩] ২ এস. সি. আর. ৪৯৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫
(২০১৬) ৩ এস. সি. সি. ১০০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০০৭] ৪ এস. সি. আর. ৬৪১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
(২০১৫) ৩ এস. সি. সি. ৬৭৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
(২০১৪) ১৪ এস. সি. সি. ১৪২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানি আপিল নং২০১৮ সালের ২২৫৩ ।

চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ১০.০৮.২০১৬ তারিখেরএফ. এ. ও নং ১৭০২/২০১৬ রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত ,

সুধীর ওয়ালিয়া, শ্রীমতি, নিহারিকা আলুওয়ালিয়া, অভিষেক আত্রে, আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবীগন ।

অমিত কুমার সিং, শ্রীমতি কে. এনাটোলি সেমা, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীগণ।

'আদালতের রায়টি প্রদান করেছিলেন

দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি ১.মৃত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধি, দ্বিতীয় বিবাদীর স্বামী, জাগির সিং, মোটরযান আইন, ১৯৮৮ (সংক্ষেপে, 'আইন') এর ১৬৬ ধারার অধীনে ২০১৩ সালের এমএসিটি মামলা নং ৭০, পাঠানকোটের মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল (সংক্ষেপে, 'ট্রাইব্যুনাল') এর সামনে ৩৬,০০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে একটি দাবি আবেদন করেন। দাবি আবেদনটি এই ভিত্তিতে দাখিল করা হয়েছিল যে ১৯.০২.২০১৩ তারিখে, জাগির সিং তার মোটরসাইকেলে পাঠানকোট যাচ্ছিলেন এবং সেই সময়ে, আপিলকারী নং ২-এর অস্থায়ী নিবন্ধন নং পিবি-০৬-৬৮৯৪ বহনকারী অপরাধমূলক ট্রাকটি বেপরোয়া এবং অবহেলাপূর্ণভাবে চালিত হয়ে মৃতের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয় যার ফলে তিনি একাধিক আঘাত পান এবং অবশেষে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনিও মারা যান। উত্থাপিত দাবিটি অনেক ভিত্তিতে টেকসই করার চেষ্টা করা হয়েছিল যা প্রচার করার প্রয়োজন নেই।

২. বীমাকারী, এখানে প্রথম উত্তরদাতা, এই ভিত্তিতে দাবির বিরোধিতা করেছিলেন যে, গাড়িটি বীমা পলিসির শর্তাবলী লঙ্ঘন করে চালানো হয়েছিল এবং আরও, চালকের বৈধ ও কার্যকর ড্রাইভিং অনুমতিপত্র ছিল না এবং তাই, বীমাকৃতকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য ছিল না। এছাড়াও, একটি অবস্থান নেওয়া হয়েছিল যে দুর্ঘটনার তারিখে গাড়ির অনুমতিপত্র ছিল না। গাড়ির মালিক এবং চালকের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে বীমা পলিসি অনুসারে প্রথম উত্তরদাতার সাথে গাড়িটি বীমা করা হয়েছিল, যে গাড়িটি নিবন্ধিত ছিল এবং চালকের প্রয়োজনীয় ড্রাইভিং অনুমতিপত্র ছিল। উপরন্তু, অপরাধী ট্রাকের রুট পারমিটের অনুলিপি নথিতে আনা হয়েছিল।

৩.ট্রাইব্যুনাল উল্লেখ করেছে যে গাড়িটি সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে কেনা হয়েছিল এবং ২০.১২.২০১২ তারিখে বীমা করা হয়েছিল। এটি ২৬.০২.২০১৩ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছিল। পূর্বে উল্লিখিত দুর্ঘটনাটি ১৯.০২.২০১৩ তারিখে ঘটেছিল। ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড বনাম চাল্লা ভারতহাম্মা এবং অন্যান্য মামলায় এই আদালতের দেওয়া সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছে যে বীমাকারী দায়বদ্ধ নয় এবং

(২০০৪) ৮ এসসিসি ৫১৭

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করেছে এবং ১৫,৬৩,১২০/- টাকা নির্ধারণ করেছে।। ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দেয় যে বীমাকারীকে পুরষ্কারের তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত ৯ শতাংশ হারে সুদ সহ অর্থ প্রদান করতে হবে এবং গাড়ির মালিক ও চালকের কাছ থেকে তা আদায় করতে হবে। পুরষ্কার সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নযুক্ত ট্রাকটি সংযুক্ত করার জন্য আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৪. ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ২০.১১.২০১৪ তারিখের রায়কে চণ্ডীগড়ের পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের সামনে ২০১৬ সালের এফএও নং ১৭০২-এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। আবেদনে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, আপীলকারী গাড়ির মালিক নং ২, রুট পারমিট দেওয়ার জন্য ১৯.০২.২০১৩-এ আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় ফি জমা করেছিলেন এবং এটি ২৭.০২.২০১৩-এ জারি করা হয়েছিল। আরও অনুরোধ করা হয়েছিল যে, যখন গাড়ির মালিক ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ফি সহ পারমিট মঞ্জুর করার জন্য পরিবহন, অফিসে নথি জমা দিয়েছেন, তখন ট্রাইব্যুনাল এই রায় দিতে ভুল করেছিল যে বৈধ অনুমতি ছাড়াই গাড়িটি চালানো হচ্ছে, জমা দেওয়ার সমর্থনে, অশোক কুমার খেমাক বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যান্য ', ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম কমলেশ কৌর এবং অন্যান্য' এবং মোতি রাম বনাম আইসিআইসিআই লম্বার্ড এবং অন্যান্যদের উপর নির্ভরতা স্থাপন করা হয়েছিল।

৫. হাইকোর্ট সংযুক্তি এ-১-এর তদন্ত করে যা এই অবস্থানের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য দায়ের করা হয়েছিল যে রুট পারমিট ইস্যুর জন্য আবেদনটি 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে করা হয়েছিল এবং তার একটি তদন্তের পরে, এই রায় আসে যে মালিক প্রমাণ করতে সক্ষম হননি যে তিনি দুর্ঘটনার আগে পারমিট ইস্যুর জন্য আবেদন জমা দিয়েছিলেন। আইনের ৬৬ ধারার কথা উল্লেখ করে এবং চল্লা ভারতাম্মা মামলার উপর নির্ভরতা রেখে, হাইকোর্ট মতামত দেয় যে মালিক ইতিমধ্যে দুর্ঘটনার আগে পারমিট মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেছিলেন, এমনকি এটি' মালিককে গাড়ি চালানোর অধিকার দেবে না। এটি লক্ষণীয় যে বিজ্ঞ একক বিচারক তাঁর সামনে উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলিকে আলাদা করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ, ট্রাইব্যুনালের রায়কে নিশ্চিত করেছিলেন।

৬. আমরা আবেদনকারীদের আইনজীবী জনাব সুধীর ওয়ালিয়া এবং উত্তরদাতা-বীমাকারীর আইনজীবী শ্রী অমিত কুমার সিং-কে শুনেছি।

৭. ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নথিভুক্ত এবং হাইকোর্ট দ্বারা আরও নিশ্চিত করা সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে দুর্ঘটনাটি ১৯.০২.২০১৩ ১১৪ (৩) আরসিআর (সিভ ১০১৮ -এ ঘটেছিল

২ ২০১৪ (৩) আরসিআর (দেওয়ানি) ১০১৮

৩ ২০০৬ (৩) আরসিআর (দেওয়ানি) ৬৩৪

৪ ২০১৫ এসিজে ১৭৯৩

এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ২৭.০২.২০১৩-এ পারমিট জারি করেছে। এই ক্ষেত্রে, আইনের ২ (২৮) এবং ২ (৩১) ধারা যা "মোটর যানবাহন" বা "যানবাহন" এবং "পারমিট" সংজ্ঞায়িত করে তা নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ

"(২৮) "মোটরযান" বা "যানবাহন" অর্থ যান্ত্রিকভাবে যেকোনও প্রপালশনের শক্তি বি কোনও বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সেখানে প্রেরণ করা হয় কিনা তা রাস্তায় ব্যবহারের জন্য অভিযোজিত চালিত যানবাহন এবং এর মধ্যে একটি চ্যাসিস রয়েছে যার সাথে একটি বডি সংযুক্ত করা হয়নি এবং একটি ট্রেলার রয়েছে; তবে স্থির রেলের উপর চলমান কোনও যানবাহন বা কেবল কোনও কারখানায় বা অন্য কোনও আবদ্ধ প্রাঙ্গনে ব্যবহারের জন্য অভিযোজিত কোনও বিশেষ ধরণের যানবাহন বা পঁচিশ ঘন সেন্টিমিটারের বেশি ইঞ্জিন ক্ষমতা সহ চারটি চাকার চেয়ে কম লাগানো কোনও যানবাহন অন্তর্ভুক্ত নয়;

(৩১) "পারমিট" অর্থ কোনও রাজ্য বা আঞ্চলিক 'পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা এই আইনের অধীনে এই বিষয়ে নির্ধারিত কোনও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা পারমিট যা পরিবহণ যানবাহন হিসাবে মোটরযান ব্যবহারের অনুমোদন দেয়;

উভয় সংজ্ঞার পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, পরিবহণ বাহন হিসাবে মোটরযান ব্যবহারের জন্য আইনের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপত্র জারি করতে হবে। "ব্যবহার" এবং "পরিবহণ যানবাহন" শব্দগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৮. ধারা ২ (৪৭)-এ বলা হয়েছে যে "পরিবহণ যানবাহন" অর্থ একটি সরকারি পরিষেবা যানবাহন, একটি পণ্যবাহী গাড়ি, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাস বা একটি বেসরকারি পরিষেবা যানবাহন। ধারা ৬৬-এ পারমিটের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এর উপ-ধারা (১)-এ বলা হয়েছে যে কোনও মোটর গাড়ির মালিক কোনও প্রকাশ্য স্থানে পরিবহণ যানবাহন হিসাবে গাড়িটি ব্যবহার বা ব্যবহারের অনুমতি দেবেন না, তা সে কোনও আঞ্চলিক বা রাজ্য পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা কোনও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বা পাল্টা স্বাক্ষরিত পারমিটের শর্ত ছাড়া অন্য কোনও যাত্রী বা পণ্য বহন করুক বা না করুক। যানবাহন ব্যবহারের জন্য এবং পণ্যবাহী গাড়ির পরিবহনের উদ্দেশ্যে শর্তযুক্ত মূল বিধানের সাথে বিভিন্ন বিধান যুক্ত করা হয়েছে। উপ-ধারা (২)-এ বলা হয়েছে যে, পণ্য পরিবহনের অনুমতিপত্রের ধারক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে তাঁর মালিকানাধীন নয় এমন কোনও ট্রেলার বা আধা-ট্রেলার আঁকার জন্য গাড়িটি ব্যবহার করতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৯৪ সালের ৫৪ নং আইন দ্বারা একটি বিধান যুক্ত করা হয়েছে যা ১৪.১১.১৯৯৪ থেকে কার্যকর হয়েছে যা কোনও স্পষ্ট গাড়ির অনুমতিপত্রধারীকে অন্য কোনও অর্ধ-ট্রেলারের জন্য সেই স্পষ্ট গাড়ির প্রাইম-মুভার ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। ধারা ২ (২) "স্পষ্ট যানবাহন" কে সংজ্ঞায়িত করে একটি মোটর এইচ যানবাহন বোঝায় যার সাথে একটি অর্ধ-ট্রেলার সংযুক্ত থাকে।

৯. এখানে উল্লেখ করা উপযুক্ত যে, ৬৬ ধারার উপ-ধারা (৩) উপ-ধারা (১)-এর কিছু ব্যতিক্রম তুলে ধরেছে। উপ-ধারা (৩)-এর প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"(৩) উপ-ধারা (১)-এর বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে না-

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন এবং কোনও বাণিজ্যিক উদ্যোগের সাথে সংযুক্ত নয় এমন সরকারী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনও পরিবহন যানবাহন;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তির অধীনে কাজ করা কোনও ব্যক্তির মালিকানাধীন যে কোনও পরিবহন যানবাহন এবং কেবল রাস্তা পরিষ্কার করা, রাস্তা জল দেওয়া বা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;

(গ) শুধুমাত্র পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড বা অ্যাম্বুলেন্সের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যে কোনও পরিবহণ যানবাহনে;

(ঘ) শুধুমাত্র মৃতদেহ এবং মৃতদেহের সাথে থাকা শোকার্তদের পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত যে কোনও পরিবহণ যানবাহনে;

(ঙ) প্রতিবন্ধী যানবাহন টানতে বা প্রতিবন্ধী যানবাহন থেকে পণ্য সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত যে কোনও পরিবহন যানবাহনকে;

(চ) এই বিষয়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনও সরকারি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যে কোনও পরিবহণ যানবাহনের ক্ষেত্রে,

(ছ) এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত যে কোনও পরিবহন যানবাহন যা মোটর যানবাহন তৈরি করে বা লেনদেন করে বা চেসিসের সাথে সংযুক্তির জন্য দেহ তৈরি করে, কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করতে পারে এমন শর্ত অনুসারে;

(জ) x x x

(ঝ) যে কোনও পণ্যবাহী যানবাহনের জন্য, যার মোট গাড়ির ওজন ৩,০০০ কিলোগ্রামের বেশি নয়;

(ঞ) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্ট করতে পারে এমন শর্ত সাপেক্ষে, কোনও রাজ্যে কেনা এবং কোনও যাত্রী বা পণ্য বহন না করে সেই রাজ্যে বা অন্য কোনও রাজ্যে অবস্থিত কোনও জায়গায় যাওয়ার জন্য যে কোনও পরিবহন যানবাহন;

(ট) যে কোনও পরিবহণ যান যা গাড়ির নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোনও জায়গায় খালি যাওয়ার সময় ৪৩ ধারার অধীনে অস্থায়ীভাবে নিবন্ধিত হয়েছে;

ঠ) x x x

(ড) বন্যা, ভূমিকম্প বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাস্তায় বাধা বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে যে কোনও পরিবহণ যানবাহনকে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম করার লক্ষ্যে রাজ্যের অভ্যন্তরে বা বাইরে অন্য কোনও পথে ঘুরিয়ে দিতে হবে;

(ঢ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা, নির্দিষ্ট করতে পারে এমন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যে কোনও পরিবহন যানবাহনকে;

(ণ) ভাড়া-ক্রয়, লিজ বা হাইপোথেকেশন চুক্তির সাপেক্ষে যে কোনও পরিবহন যানবাহনকে এবং যা মালিকের ডিফল্ট হওয়ার কারণে সেই ব্যক্তির দ্বারা বা তার পক্ষে দখল করা হয়েছে যার সাথে মালিক এই ধরনের চুক্তি করেছেন, যাতে এই জাতীয় মোটর গাড়ি তার গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়; অথবা

(ত) মেরামতের উদ্দেশ্যে যে কোনও জায়গায় খালি যাওয়ার সময় যে কোনও পরিবহন গাড়িতে।

১০. হাতে থাকা ক্ষেত্রে, ফলাফলগুলি দেখাবে যে আপিলকারী 'নং ২-এর কাছে গাড়ির অনুমতিপত্র ছিল না। কোনও বিতর্ক নেই যে গাড়িটির প্রাথমিকভাবে একটি অস্থায়ী নিবন্ধকরণ এবং অবশেষে স্থায়ী নিবন্ধকরণ ছিল। এটি আপিলকারীদের অবস্থান যে ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট বুঝতে পারেনি যে গাড়ির চ্যাসিসটি সেই সংস্থায় পাঠানো হয়েছিল যেখানে ট্রাকের দেহটি তৈরি করা হয়েছিল এবং কখন গাড়িটি ওয়ার্ক শপ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল যে সময়ে এটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল। একটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বীমা পলিসি প্রাসঙ্গিক সময়ে কার্যকর ছিল এবং তাই, বীমাকারী আইনত বীমাকৃতকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। আইনের ধারা ১৪৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে "রুট পারমিট" এবং "পারমিট"-এর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। ধারা ১৪৯ (২) বীমাকারীর দ্বারা প্রতিরক্ষা হিসাবে নেওয়া যেতে পারে এমন ভিত্তি সরবরাহ করে। ধারা ১ বীমাকারীকে এই ভিত্তিতে রক্ষা করতে সক্ষম করে যে পলিসির একটি নির্দিষ্ট শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে, যথা, (i) এমন একটি শর্ত যা গাড়ির ব্যবহার বাদ দেয়, (ক) ভাড়া বা পুরস্কারের জন্য, যেখানে গাড়িটি বীমা চুক্তির তারিখে, ভাড়া বা পুরষ্কারের জন্য পারমিট দ্বারা আচ্ছাদিত নয় এমন একটি যানবাহন, বা (খ) সংগঠিত রেসিং এবং স্পিড টেস্টিংয়ের জন্য, বা (গ) এমন একটি উদ্দেশ্যে যার অধীনে অনুমতিপত্র দ্বারা অনুমোদিত নয় যার অধীনে গাড়িটি ব্যবহৃত হয়, যেখানে গাড়িটি একটি পরিবহন যানবাহন, অথবা (ঘ) যেখানে গাড়িটি একটি মোটর সাইকেল, সেখানে পার্শ্ব-গাড়ি সংযুক্ত না করে। এটি ছাড়াও, এটি বীমাকারীকে এমন একটি শর্ত সম্পর্কিত সমস্যা উত্থাপন করার অধিকার দেয় যা বাদ দেয়

কোনও নামধারী ব্যক্তি বা ব্যক্তির দ্বারা অথবা যথাযথভাবে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত নয় এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা অথবা অযোগ্যতার সময় ড্রাইভিং অনুমতিপত্র ধারণ বা অর্জনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা অথবা যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, দাঙ্গা বা নাগরিক হৈচৈ-এর কারণে সৃষ্ট বা অবদান রাখা আঘাতের দায় বাদ দিয়ে গাড়ি চালানো। বীমাকারীর দ্বারা আরও একটি প্রতিরক্ষা যা পাওয়া যেতে পারে তা হল যে নীতিটি এই ভিত্তিতে অকার্যকর যে এটি বস্তুগত তথ্য প্রকাশ না করার মাধ্যমে বা নির্দিষ্ট বস্তুতে মিথ্যা আইনের উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে।

১১. মালিক ও চালকের দায়ের করা লিখিত বিবৃতি পর্যালোচনার পর এটা স্পষ্ট যে, গাড়িটি যে কারণে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে তা অস্বীকার করা হয়েছে। তা ছাড়া, দাবির আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, দুর্ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে তার সঙ্গে সম্পর্কিত দায়বদ্ধতাও অস্বীকার করা হয়েছে। ট্রাইবুনালের সামনে বীমাকারীর সুনির্দিষ্ট দাবি ছিল যে, গাড়িটি আইনের বিধান লঙঘন করে চলছিল, কারণ তার কোনও রুট পারমিট ছিল না। ট্রাইবুনাল, নথিভুক্ত করা উপকরণের ভিত্তিতে যে রুট অনুমতিটি ২৭.০২.২০১৩-এ জারি করা হয়েছিল এবং দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। ১৯.০২.২০১৩, একটি অনুসন্ধান ফিরিয়ে দিয়েছিল যে প্রশ্নযুক্ত গাড়ির অনুমতিপত্র নেই। যেমনটি আগে বলা হয়েছে, হাইকোর্ট একই কথা নিশ্চিত করেছে।

১২. আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলবেন যে, প্রকৃত ম্যাট্রিক্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, লঙঘন বীমাকারীকে আইনের ধারা ১৪৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে রায় এবং একটি রায় সন্তুষ্ট করা থেকে অব্যাহতি দেবে না। তিনি **ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম স্বরন সিং এবং অন্যান্যদের**[৫] তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্ত থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। উক্ত মামলায়, আদালত ধারা ১৪৯ (২) (এ) (২) বনাম ধারা ১৪৯-এর উপ-ধারা (৪) এবং (৫)-এর সাথে সংযুক্ত শর্তাবলীর ব্যাখ্যা নিয়ে কাজ করছিল। বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে ড্রাইভিং অনুমতিপত্র থাকার প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত। বিভিন্ন বিধানের সাথে যুক্ত হওয়ার পরে, আদালত তৃতীয় পক্ষের অধিকারের মৌলিক ধারণাটিও খতিয়ে দেখেছিল। উপকারী আইনের প্রকৃতি সম্পর্কে আদালত মন্তব্য করেছেঃ-

" ৩৯. মোটরযান আইন, ১৯৩৯-এর ধারা ৯৬-এর উপ-ধারা (২)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত আইনের ধারা ১৪৯-এর উপ-ধারা (২)-এ পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা উত্থাপিত হলে কোনও বীমাকারী তার দায় এড়াতে পারে কিনা, এই প্রশ্নটি বহু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের বিষয় ছিল।"

১৩.আদালত প্রশ্ন তুলেছিল যে কোনও বীমাকারী যদি মোটর যানবাহন আইন, ১৯৩৯-এর ধারা ৯৬-এর উপ-ধারা (২)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত আইনের ধারা ১৪৯-এর উপ-ধারা (২)-এ পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা উত্থাপন করে তবে তার দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে কিনা। আদালত ধারা ১৪৯-এর উপ-ধারা (২)-এ ব্যবহৃত ভাষা বিশ্লেষণ করেছে, বিশেষত ধারা (ক), এবং, এটি যাচাই করে এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে উল্লেখ করার পরে, "পিন করা হয়েছেঃ-

" ৬৯। আইনের প্রস্তাবটি আর পুনরায় সংহত নয় যে লঙ্ঘনের অভিযোগকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই একই প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং, বীমা সংস্থাকে যথাযথ প্রমাণের মাধ্যমে উক্ত লঙ্ঘনটি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদি বীমা সংস্থাটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় যে বীমাকৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে পলিসির শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে, তাহলে বীমা সংস্থাটি তার দায় থেকে মুক্ত হতে পারে না। (সোহান লাল পাসি দেখুন[৬])

৭০. উপরের বিষয়গুলি ছাড়া, আমরা আর কিছু প্রমাণ রাখতে চাই না যা পূর্বোক্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে কারণ এটি নিঃসন্দেহে প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। এটি বীমা চুক্তির শর্তগুলির উপরও নির্ভর করবে।

প্রতিটি মামলা একটি ভিন্ন সমস্যা তৈরি করতে পারে যা মামলা পরিচালনাকারী অনেকগুলি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই সমাধান করতে হবে যার মধ্যে রয়েছে বিমাকারীকে অবহিত করার দায়িত্ব, সঠিক প্রকাশ, দমন, প্রতারণা ইত্যাদি। এটি নির্ভর করবে গাড়ির মালিক কে এবং কোন পরিস্থিতিতে বৈধ ও কার্যকর অনুমতিপত্র না থাকা কোনও ব্যক্তির দ্বারা গাড়ি চালানো হচ্ছে তার উপরও। অতএব, কোনও কঠোর ও দ্রুত নিয়ম নির্ধারণ করা যেতে পারে না। প্রদত্ত ক্ষেত্রে যদি বীমাকারী বা বীমাকৃতের বিরুদ্ধে প্রতিকূল অনুমান করার জন্য পর্যাপ্ত উপাদান থাকে, তবে ট্রাইব্যুনাল তা করতে পারে। লঙ্ঘনের অভিযোগকারী পক্ষগুলিকে অবশ্যই বীমা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করতে সফল হতে হবে, বীমাকারীর পক্ষ থেকে তার প্রমাণের বোঝা নির্বাহ করে। ট্রাইব্যুনাল, কোনও সন্দেহ নেই, অবশ্যই নথিতে উপলব্ধ উপকরণের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

৭১. পূর্বোক্ত পটভূমিতে, মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর ধারা ১৪৯-এর উপ-ধারা (এ) এবং (৫)-এর বিধানগুলি প্রথমবার ডিক্রিটি পূরণ করার জন্য বীমাকারীর দায় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

X X X

[৬]সোহান লাল পাসি বনাম পি. সেশ রেড্ডি এবং অন্যান্য, (১৯৯৬) ৫ এসসিসি ২১

৮৩. ধারা ১৪৯-এর উপ-ধারা (৫), যা বীমাকারীর উপর দায় চাপিয়ে দেয়, সেটিকেও সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করতে হবে। বীমা সংস্থা ডিক্রিটি পূরণ করতে দায়বদ্ধ নাও হতে পারে এবং তাই, তার দায় শূন্য হতে পারে তবে এর অর্থ এই নয় যে তার প্রাথমিক দায় ছিল না। সুতরাং, যদি বীমা সংস্থাটি কোনও পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হয়, তবে এটি বীমাকৃতের পক্ষে তৃতীয় পক্ষকে প্রদত্ত পুরো পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারে। যদি এই ব্যাখ্যাটি তার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য বিবেচনা করে আইনের উপকারী বিধানগুলিকে দেওয়া না হয়, তবে আমরা এমন একটি পরিস্থিতি দেখতে পাই যেখানে উপকারী বিধানগুলি কার্যকর করা যেতে পারে। আইনের ধারা ১৪৯-এর উপ-ধারা (৭), যার প্রতি আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা এখন নেতিবাচক ভাষায় লক্ষ্য করা যেতে পারে। উক্ত বিধানটি অবশ্যই তার উপ-ধারা (১)-এর সাথে পড়তে হবে। ধারা ১৪৯-এর উপ-ধারা (২)-এর পরিপ্রেক্ষিতে দায় এড়ানোর অধিকার সীমাবদ্ধ, যেমনটি এখানে আগে আলোচনা করা হয়েছে। 'এটা বলা এক কথা যে, বীমা সংস্থাগুলির প্রতিরক্ষা বাড়ানোর অধিকার রয়েছে, কিন্তু এটা বলা অন্য কথা যে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাদের প্রতিরক্ষা গ্রহণ করা হলেও, ট্রাইব্যুনালের তাদের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে যে, প্রথমে ডিক্রিটি পূরণ করা হবে এবং তারপর মালিকের কাছ থেকে সরাসরি তা আদায় করা হবে, এই দুটি বিষয় আলাদা এবং প্রাসঙ্গিক পাঠের প্রয়োজন রয়েছে।'

[জোর দেওয়া হয়েছে]

১৪. আমরা ফলপ্রসূভাবে লক্ষ্য করতে পারি যে, তিন বিচারপতির বেঞ্চ এমন পরিস্থিতিতে পরামর্শ দিয়েছে যেখানে চালকের অনুমতিপত্র নেই এবং সেই ব্যক্তিকে গাড়ির মালিক চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, বীমাকারী প্রতিরক্ষায় সফল হওয়ার এবং দায় এড়ানোর অধিকারী হবে, তবে অবস্থানটি ভিন্ন হবে যেখানে চালকের বৈধ অনুমতিপত্র ছিল কিনা এবং গাড়ির মালিক বীমা চুক্তির শর্তাবলী লঙঘন করেছেন কিনা এবং আইনের বিধানগুলিও লঙঘন করেছেন কিনা তা নিয়ে বিতর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যেখানে সচেতনভাবে কোনও ব্যক্তিকে বৈধ ড্রাইভিং অনুমতিপত্র না থাকা গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়ে।

১৫. আদালত বলেছিল যে, যদি বাস্তবে দেখা যায় যে দুর্ঘটনাটি কেবল অন্য কোনও অপ্রত্যাশিত বা হস্তক্ষেপমূলক কারণে যেমন যান্ত্রিক ব্যর্থতা এবং অনুরূপ অন্যান্য কারণে ঘটেছিল যার ড্রাইভারের সাথে প্রয়োজনীয় ধরনের অনুমতিপত্র না থাকার কোনও যোগসূত্র নেই, তবে বীমাকারী

কে শুধুমাত্র এর প্রযুক্তিগত লঙ্ঘনের জন্য তার দায় এড়াতে দেওয়া হবে না। ড্রাইভিং অনুমতিপত্র সম্পর্কিত শর্তাবলী। এটি ছাড়াও, অনুমতিপত্রের শর্তাবলী সম্পর্কিত ছোটখাটো এবং অপ্রাসঙ্গিক বিচ্যুতিগুলি তৃতীয় পক্ষকে বীমা কভারেজের সুবিধা অস্বীকার করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি গঠন করবে না। আদালত যে অন্যান্য বিভাগের মামলাগুলিকে সম্বোধন করেছে সেগুলির মধ্যে এমন মামলাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে ড্রাইভারের অনুমতিপত্র জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। চ্যাট প্রসঙ্গে, আদালত **ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোং বনাম লেহরু** [৭]-এর সাথে তার সাধারণ চুক্তি প্রকাশ করেছে এবং এইভাবে বলেছেঃ -

"৯২. ... লেহরুর ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আমরা বেঞ্চের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাধারণভাবে একমত, তবে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে এতে করা পর্যবেক্ষণগুলি অবশ্যই আইনের প্রয়োজনীয়তার আলোকে করা হয়েছে বলে বোঝা উচিত যেখানে বীমাকারী বীমাকৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং কোনও প্রতিরক্ষা উত্থাপন থেকে তার অধিকার বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে নয় বা মালিকদের কোনও দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয় .. "

১৬. তিন বিচারপতির বেঞ্চ তার সিদ্ধান্তের সারসংক্ষেপ করেছে এবং আমরা এর প্রাসঙ্গিক অংশটি পুনরুত্পাদন করা উপযুক্ত বলে মনে করিঃ

"১১০. (iii) পলিসির শর্ত লঙ্ঘন, যেমন-ধারা ১৪৯-এর উপ-ধারা (২) (ক) (২)-এ বর্ণিত চালকের অযোগ্যতা বা চালকের অবৈধ ড্রাইভিং অনুমতিপত্র, বীমাকারীর দায় এড়ানোর জন্য বীমাকৃতের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণ করতে হবে। কেবল অনুপস্থিতি, জাল বা অবৈধ ড্রাইভিং অনুমতিপত্র বা প্রাসঙ্গিক সময়ে গাড়ি চালানোর জন্য চালকের অযোগ্যতা, বীমাকৃত বা তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে বীমাকারীর কাছে উপলব্ধ প্রতিরক্ষা নয়। বীমাকৃতের প্রতি তার দায় এড়ানোর জন্য, বীমাকারীকে প্রমাণ করতে হবে যে বীমাকৃত ব্যক্তি অবহেলার জন্য দোষী ছিলেন এবং যথাযথভাবে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত চালক বা 'যিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে গাড়ি চালানোর জন্য অযোগ্য ছিলেন না' তার দ্বারা যানবাহন ব্যবহারের বিষয়ে পলিসির শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত যত্ন নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

X X X X

(vi) এমনকি যেখানে বীমাকারী বীমাকৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ড্রাইভারের বৈধ অনুমতিপত্র থাকা বা সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে গাড়ি চালানোর যোগ্যতা সম্পর্কিত পলিসির শর্ত লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়, সেখানে বীমাকারীকে বীমাকৃত ব্যক্তির প্রতি তার দায় এড়াতে দেওয়া হবে না যদি না উক্ত লঙ্ঘন বা লঙ্ঘন করা হয়।

৭(২০০৩) ৩ এসসিসি ৩৩৮

ড্রাইভিং অনুমতিপত্রের শর্তটি এতটাই মৌলিক যে দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে অবদান রেখেছে বলে মনে করা হয়। পলিসির শর্তগুলি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ট্রাইবুনেলগুলি "মূল উদ্দেশ্যের নিয়ম" এবং "মৌলিক লঙ্ঘনের" ধারণা প্রয়োগ করবে যাতে আইনের ধারা ১৪৯ (২) এর অধীনে বীমাকারীকে উপলব্ধ প্রতিরক্ষা দেওয়া যায়।

(vii) চালকের দ্বারা উপস্থাপিত ড্রাইভিং অনুমতিপত্র (জাল বা অন্যথায়) আইনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না কি না তা খুঁজে বের করার জন্য মালিক যুক্তিসঙ্গত যত্ন নিয়েছেন কিনা এই প্রশ্নটি প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ধারণ করতে হবে।

১৭. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী বলবেন যে পলিসির শর্তগুলির কোনও মৌলিক লঙ্ঘন হয়নি। এই প্রসঙ্গে, আমরা লাভজনকভাবে চল্লা ভারতম্মার (উপরে) সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করতে পারি যেখানে দুই বিচারকের বেঞ্চ অনুমতিপত্রের অনুপস্থিতি নিয়ে স্পষ্টভাবে কাজ করেছে এবং রায় দিয়েছে যে অনুমতিপত্র ছাড়া গাড়ি চালানো একটি লঙ্ঘন এবং বীমাকারী দায়বদ্ধ নয়।

১৮. **'লক্ষ্মী চাঁদ বনাম রিলায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স**[৮]**'** মামলায়, আদালত জাতীয় গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের (এন. সি. ডি. আর. সি) একটি আদেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল যা আবেদনকারীকে স্বস্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল। উক্ত মামলায় বীমাকারী আবেদন করেছিলেন যে অভিযোগকারী পলিসির শর্তাবলী লঙ্ঘন করেছেন, কারণ দুর্ঘটনার সময় পাঁচজন যাত্রী পণ্যবাহী গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন, যেখানে আবেদনকারীর মোটর গাড়ির অনুমোদিত বসার ক্ষমতা ছিল মাত্র ১ + ১। দুই বিচারকের বেঞ্চ **ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম মীনা ভারিয়াল এবং অন্যান্যরা**[৯] এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন যে দায় এড়ানোর জন্য বীমাকারীকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে বীমাকৃতের পক্ষ থেকে লঙ্ঘন হয়েছে।

১৯. প্রাপ্ত তথ্যের পরিস্থিতিকে উক্ত মামলার প্রকৃত ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে, **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম রেশমা এবং অন্যান্য**[১০] মামলার বেঞ্চের সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করা দরকারী। "আদালতের সামনে যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল তা ছিল অর্থদাতা ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ কিনা বা এটি ঋণগ্রহীতার দায়। ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তটি ফিরিয়ে দিয়েছিল যে অর্থদাতার দায়িত্ব ছিল ঋণগ্রহীতার গাড়ি বীমা করাতে অবহেলা না করা এবং তাই এটি মালিকের সাথে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ ছিল। হাইকোর্ট

৮ (২০১৬) ৩ এসসিসি ১০০

৯ (২০০৭) ৫ এসসিসি ৪২৮

১০ (২০১৫) ৩ এসসিসি ৬৭৯

উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়েছিল, আদালত পূর্ণ **কলা দেবী বনাম আসাম রাজ্য এবং অন্যান্য**[১১] "কে উল্লেখ করেছে যা আইনের ২ (৩০) ধারায় অন্তর্ভুক্ত" মালিক "শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে কাজ করেছে। উক্ত মামলায়, বিতর্কিত গাড়িটি আইনের বিধানের অধীনে আসাম রাজ্যের অনুরোধের অধীনে ছিল। সেই প্রসঙ্গে, আদালত প্রকাশ করেছে যেঃ-

"১৬,... হাইকোর্ট বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে প্রাসঙ্গিক সময়ে আসাম আইনের বিধানের অধীনে আসামের ১ম রাজ্যের অনুরোধের অধীনে অপরাধমূলক যানবাহনটি ছিল।অতএব, ১৯৮৮ সালের আইনের ২ (৩০) ধারায় 'মালিক'-এর সংজ্ঞার আওতায় উত্তরদাতা। কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাইকোর্ট 'মালিক'-এর সংজ্ঞায় কোনও গাড়ির দখলে থাকা ব্যক্তিকে ইজারা চুক্তি বা অনুমানের চুক্তির অধীনে বা ভাড়া-ক্রয়ের চুক্তির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার অন্তর্নিহিত আইনী অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যাতে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ও দখলে থাকা কোনও ব্যক্তিকে 'মালিক' হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং কেবল নিবন্ধিত মালিক নয়। হাইকোর্ট এই আইনী অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে গাড়িটি তার দখলে এবং নিয়ন্ত্রণে না থাকলে গাড়ির নিবন্ধিত মালিককে দায়বদ্ধ করা উচিত নয়। উচ্চ আদালত এটাও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ১৯৮৮ সালের আইনের ১৪৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ১৯৮৮ সালের আইনের একাদশ অধ্যায়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে বীমা পলিসি ছাড়া কোনও ব্যক্তি জনসমক্ষে মোটরযান ব্যবহার করতে পারবেন না বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে অনুমতি দেবেন না এবং রাজ্য সরকার ১৯৮৮ সালের আইনের বিধিবদ্ধ বিধানগুলি লঙ্ঘন করেছে।

২০. উল্লেখ করা যাক, উক্ত ক্ষেত্রে, আইনের ১৪৬ ধারার পিছনে আইন প্রণয়নের অভিপ্রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের উপর দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা হয়েছিল, ১০ জন ব্যক্তি বীমা পলিসি ছাড়াই কোনও সর্বজনীন স্থানে অন্য কোনও ব্যক্তিকে মোটর গাড়ি ব্যবহার করতে দেবেন বা অনুমতি দেবেন কারণ এটি আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা। গাড়ির দখল ও নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী দায়বদ্ধতা আসাম রাজ্যের উপর স্থির করা হয়েছিল।

২১. **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড** (উপরে)-এ, তিন বিচারপতির বেঞ্চ মতামত দিয়েছে যে অনুমান চুক্তিটি বোঝায় না যে আপিলকারী অর্থদাতা মালিক হয়েছিলেন এবং -গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ ও দখলে ছিলেন

১১(২০১৪) ১৪ এসসিসি ১৪২

মার সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না করে ডিলারের কাছ থেকে গাড়িটি নেওয়া উত্তরদাতা নং ২-এর সম্পূর্ণ দোষ ছিল, বিশেষ করে যখন নথিভুক্ত করা কিছুই ছিল না যে উক্ত বিষয়টি জানা ছিল, তখন আবেদনকারী অর্থদাতার কাছে বা এটি অর্থদাতার সঙ্গে মিলেমিশে করা হয়েছিল।

২২. আদালত বলেছিল যে যখন আইনসভার অভিপ্রায় বেশ স্পষ্ট যে গাড়ির নিবন্ধিত মালিককে দায়ী করা উচিত নয়, যদি গাড়িটি তার দখলে এবং নিয়ন্ত্রণে না থাকে এবং নথিতে প্রমাণ রয়েছে যে ২ নং উত্তরদাতা আইনের ১৪৬ নং ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘন করে বীমা ছাড়াই গাড়ি চালিয়েছিলেন, তখন হাইকোর্ট অর্থদাতার উপর দায় চাপাতে পারত না এবং অবশেষে, অর্থদাতার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

২৩. হাতে থাকা ক্ষেত্রে, নথিতে আনা উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে দুর্ঘটনার সময় গাড়ির অনুমতিপত্র ছিল না। আবেদনকারীরা এই অবস্থান নিয়েছিলেন যে গাড়িটি দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল না। এ ছাড়া, গাড়ির অস্থায়ী অনুমতিপত্র বা অন্য কোনও ধরনের অনুমতিপত্র ছিল কিনা তা তারা উল্লেখ করেননি। আইনের ৬৬ ধারার অধীনে যে ব্যতিক্রমগুলি খোদাই করা হয়েছে, জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই, সেগুলি দাবি ও প্রমাণ করতে হবে। দায় থেকে অব্যাহতি চাওয়ার জন্য যুক্তি চলাকালীন ব্যতিক্রমগুলির সহায়তা নেওয়া যাবে না। অনুমতিপত্র ছাড়া প্রকাশ্যে কোনও গাড়ির ব্যবহার একটি মৌলিক বিধিবদ্ধ লঙ্ঘন। ধারা ৬৬-এ খোদাই করা ব্যতিক্রমগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তা ভাবতে প্রস্তুত। উল্লিখিত পরিস্থিতিগুলিকে অনুমতিপত্রের অনুপস্থিতি বা জাল অনুমতিপত্র বা বিভিন্ন ধরনের গাড়ির অনুমতিপত্রের সাথে তুলনা করা যায় না, বা সেই ক্ষেত্রে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী বহন করার শর্ত লঙ্ঘন করা যায় না। অতএব, স্বরন সিং (উপরে) এবং লক্ষ্মী চাঁদ (উপরে)-এ বর্ণিত নীতিগুলি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, তা ছাড়া, বীমাকারী এই আবেদনটি গ্রহণ করেছিলেন যে প্রশ্নযুক্ত গাড়ির কোনও অনুমতি ছিল না। এর জন্য "ত্রিপিটক"-এর প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় না, যে কোনও প্রকৃতির অনুমতির অস্তিত্ব ডকুমেন্টারি প্রমাণের বিষয়। বীমাকৃত ব্যক্তির দ্বারা এমন কিছু নথিভুক্ত করা হয়নি যা প্রমাণ করে যে তার কাছে গাড়ির অনুমতিপত্র ছিল। এই পরিস্থিতিতে বীমাকারীর উপর দায় চাপানো যাবে না। অতএব, ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট বীমাকারীকে নির্দেশ দিয়েছিল যে বীমাকারীকে মালিক এবং চালকের কাছ থেকে একই পরিমাণ আদায়ের অধিকারী হবে এই শর্তে দাবিদারদের সুদের সাথে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রদান করতে হবে। উক্ত নির্দেশগুলি স্বরন সিং (উপরে) এবং বেতন ও পুনরুদ্ধার নীতি সম্পর্কিত অন্যান্য মামলার নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২৪. উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আপিলের কোনও যোগ্যতা উপলব্ধি করি না এবং সেই অনুযায়ী, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই এটি খারিজ হয়ে যায়।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee